জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka
UNIC Dhaka
INTERNATIONAL YEAR OF FORESTS • 2011
সেপ্টেম্বর ২০১১
September 2011
২৩তম বর্ষ নবম সংখ্যা
Volume-XXIII, No. IX

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন

১৩ সেপ্টেম্বর শুরু

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনের সভাপতির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশন মঙ্গলবার, ১৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শুরু হয়েছে।

উদ্বোধনী সপ্তাহের পর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ তিনটি উচ্চ পর্যায়ের অধিবেশনের জন্য সমবেত হন। এসব অধিবেশনের প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর এবং এর আলোচ্যসূচি ছিল বিশ্বব্যাপী অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর চ্যালেঞ্জ (এইচটিটিপি ://ডব্লুডব্লুডব্লু. অর্গ/ইএন/জিএ/প্রেসিডেন্ট/৬৫/এনসি ডিজিজেস.এসএইচটিএমএল) দ্বিতীয় উচ্চ পর্যায়ের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২০ সেপ্টেম্বর। এই অধিবেশনের আলোচ্যসূচি ছিল ২০১২ সালের জুনে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘ স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্মেলনের (রিও+২০) অগ্রবর্তী হিসেবে স্থিতিশীল উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রেক্ষিতে মরু বিস্তার, ভূমির অবনতি ও খরা সংক্রান্ত বিষয় (এইচটিটিপি ://ডব্লুডব্লুডব্লু. অর্গ/ইএন/জিএ/প্রেসিডেন্ট/৬৫/ডিজারটিফিকেশন.এস এইচটিএমএল)।

পরিষদের তৃতীয় উচ্চ পর্যায়ের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বর্ণবাদবিরোধী কার্যক্রমের নীলনকশা—ডারবান ঘোষণা ও জরুরি কর্মসূচির দশম বার্ষিকী স্মরণে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (এইচটিটিপি :// ডব্লুডব্লুডব্লু.অর্গ/ইএন/জিএ/ডারবান মিটিং ২০১১/.)।

সাধারণ আলোচনা ২১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে শুক্রবার ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। বিশ্ব অধিবেশন এতে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান ও মন্ত্রিবর্গের বিবৃতি শ্রবণ করে।

পরিষদের এজেন্ডায় প্রধান প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে—

- মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো;
- জলবায়ুর পরিবর্তন ও স্থিতিশীল উন্নয়ন;
- খাদ্য নিরাপত্তা;
- বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতার ভূমিকা;
- নাজুক ও সংঘাত-পরবর্তী রাষ্ট্রগুলো পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণ;
- নিরস্ত্রীকরণ;
- নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার, সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান ও বিশ্ব শাসনে সংস্থার কেন্দ্রীয় ভূমিকা পুনর্ঘোষণা করাসহ জাতিসংঘের সংস্কার।

সাধারণ পরিষদের ছিষট্টিতম অধিবেশন ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চলবে এবং এ সময়ে অন্যান্য বেশকিছু বড় ধরনের আয়োজন রয়েছে। ২০১১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে) আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বর্ষের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে কার্যানুক্রম হিসেবে দুটি অধিবেশন

অনুষ্ঠিত হবে (এইচটিটিপি ://ডব্লুডব্লুডব্লু.ইউএন.অরগ/ইএন/নিউজরিসোর্সেস/রিসোর্সেস.এইচটিএমএল.)। একই সপ্তাহে ৭ ও ৮ ডিসেম্বর উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের ওপর পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের পঞ্চম সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। (এইচটিটিপি ://ডব্লুডব্লুডব্লু.ইউএনভি.অরগ/ইএসএ/এফএফডি/.)। ২০১২ সালের জুনে জাতিসংঘের সন্ত্রাসবাদবিরোধী কৌশল ও সদস্য দেশগুলো কর্তৃক এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং চলতি ঘটনাবলির নিরিখে এই কৌশল হাল নাগাদ করার বিষয় পরিষদ বিবেচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে (এইচটিটিপি ://ডব্লুডব্লুডব্লু.ইউএন.অরগ/টেরোরিজম/স্ট্র্যাটেজি-কাউন্টার-টেরোরিজম.এমএইচটিএমএল)।

বহুপক্ষীয় আলোচনার ফোরাম

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সনদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের প্রধান আলোচনা, নীতি প্রণয়ন ও প্রতিনিধিত্বমূলক অঙ্গ সংগঠন হিসেবে একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ পরিষদ সনদের আওতার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিতভাবে বহুপক্ষীয় আলোচনার এক অনবদ্য ফোরাম। পরিষদ আন্তর্জাতিক আইনের মান নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্কলন প্রক্রিয়ায়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিষদ প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত এবং এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী অধিবেশনে মিলিত হয়।

সাধারণ পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা

সাধারণ পরিষদ তার আওতার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রগুলোর কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও আইনগত বিষয়ে এমন সব কার্যক্রমের সূচনাও করেছে, যা বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। ২০০০ সালের যুগান্তকারী মিলেনিয়াম ঘোষণা এবং ২০০৫ সালের বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের ফলশ্রুতি দলিল উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ; মানবাধিকার রক্ষা ও আইনের শাসন এগিয়ে নেয়া; আমাদের অভিন্ন পরিবেশ রক্ষা, আফ্রিকার দেশগুলোর বিশেষ চাহিদা পূরণ ও জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ অর্জনের

উদ্দেশ্যে সদস্য দেশগুলোর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর অঙ্গীকার প্রতিফলিত করছে।

সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ

- জাতিসংঘের বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং সদস্য দেশগুলোর প্রদেয় চাঁদার অঙ্ক নির্ধারণ করতে পারে;
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য এবং জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদ ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর সদস্য নির্বাচন এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে মহাসচিব নিয়োগ করতে পারে;
- নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সহযোগিতার সাধারণ নীতিমালা বিবেচনা ও সুপারিশ করতে পারে;
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং আলোচনাকালে কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাধীন না থাকলে, সে বিষয়ে সুপারিশ করতে পারে;
- একই ব্যতিক্রমসহ সনদের আওতায় যে কোনো বিষয় এবং জাতিসংঘের যে কোনো অঙ্গ সংগঠনের ক্ষমতা ও কাজ নিয়ে যে কোনো বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করতে পারে।
- আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের গবেষণার সূচনা ও সুপারিশ করা, আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়ন ও সঙ্কলন করা, মানবাধিকার ও সবার জন্য মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো ও সুপারিশ প্রদান করা;
- রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করতে পারে এমন যে কোনো পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির সুপারিশ করা;
- নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের রিপোর্ট বিবেচনা করে।

১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বরে সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব (৩৭৭(৫) সংখ্যক প্রস্তাব) অনুযায়ী কোনো ক্ষেত্রে শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি হলে, শান্তি বিনষ্ট হলে বা আগ্রাসন চালানো হলে এবং সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ তার কোনো স্থায়ী সদস্যের নেতিবাচক ভোটের কারণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে অনুরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ ব্যবস্থা নিতে পারে। সাধারণ পরিষদ অনতিবিলম্বে বিষয়টি বিবেচনা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সদস্য দেশগুলোর কাছে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে (৭নং পৃষ্ঠায় 'বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি বিশেষ অধিবেশনের তালিকা' দেখুন)।

ঐকমত্যের অন্বেষা

পরিষদে প্রতিটি সদস্য দেশের একটি করে ভোট আছে। শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন এবং বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ের মতো নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে ভোট নেয়া হয় তাকে সদস্য দেশগুলোর দু'-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত

নেয়া হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আনুষ্ঠানিক ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে ঐকমত্য অর্জনের এক বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করায় পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জোরদার হচ্ছে। প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করা ও মতৈক্যে পৌঁছানোর পর সভাপতি ভোট ব্যতীত কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রস্তাব দিতে পারেন।

সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করা

সাধারণ পরিষদের কাজ আরো দৃষ্টিগ্রাহ্য ও প্রাসঙ্গিক করার জন্য বিগত বছরগুলো ধরে একটি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আটান্নতম পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে কর্মসূচি প্রণালিবদ্ধ করা, প্রধান কমিটিগুলোর চর্চা ও কার্যপদ্ধতি উন্নত করা, সাধারণ কমিটির ভূমিকা ও সভাপতির কর্তৃত্ব জোরদার করা এবং মহাসচিব নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পরিষদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ষাটতম অধিবেশনে পরিষদ একটি পূর্ণপাঠ গ্রহণ করে (২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের ৬০/২৮৬ সংখ্যক প্রস্তাবে পরিশিষ্ট হিসেবে সংযোজিত), যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চলমান বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক মিথস্ক্রিয় আলোচনা অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সাধারণ পরিষদকে বেগবান করা সংক্রান্ত অ্যাডহক কার্যগ্রুপের সুপারিশকৃত এই পূর্ণপাঠে এসব মিথস্ক্রিয়া আলোচনার প্রতিপাদ্য প্রস্তাব করার জন্যও সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পঁয়ষট্টিতম অধিবেশনে দুর্যোগ প্রশমন; আইনের শাসন, মানব নিরাপত্তা; সবুজ অর্থনীতি ও বিশ্ব শাসন এই পাঁচটি প্রতিপাদ্যভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক মিথস্ক্রিয়, আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাধারণ পরিষদের অনানুষ্ঠানিক সভায় মহাসচিবের সাম্প্রতিক কর্মতৎপরতা ও তাঁর ভ্রমণ সম্পর্কে সদস্য দেশগুলোকে সময়ে সময়ে ব্রিফ করা তাঁর জন্য একটা প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এসব ব্রিফিং মহাসচিব ও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মতবিনিময়ের একটা চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং এই রেওয়াজ ছিষট্টিতম অধিবেশনে অব্যাহত থাকতে পারে।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং প্রধান কমিটিগুলোর চেয়ার নির্বাচন

সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করার চলমান প্রক্রিয়ার ফলে এবং পরিষদের কার্যপ্রণালি বিধি ৩০ অনুসারে প্রধান কমিটিগুলোর মধ্যে এবং কমিটি ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের মধ্যে সমন্বয় ও প্রস্তুতি জোরদার করার লক্ষ্যে পরিষদ এখন নতুন অধিবেশনে শুরু হওয়ার কমপক্ষে তিন মাস আগে তার সভাপতি, সহ-সভাপতি ও প্রধান কমিটিগুলোর চেয়ার নির্বাচন করে।

সাধারণ কমিটি

পরিষদের সভাপতি ও ২১ জন সহ-সভাপতি এবং ছয়টি প্রধান কমিটির চেয়ারের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ কমিটি এজেন্ডা গ্রহণ, এজেন্ডার বিষয় বন্টন ও তার কাজ সংগঠন সম্পর্কে পরিষদের কাছে সুপারিশ করে। (এইচটিটিপি ://ডব্লুডব্লুডব্লু.ইউএন.অর্গ/ডেপটস/ডিএইচএল/রেসগাইড/গাসেস.এইচটিএম#জিএএজেন) বিগত অল্প কয়েকটি অধিবেশনে পরিষদে বিবেচনাধীন নির্দিষ্ট বিষয় বা পরিষদের কাজ সম্পর্কে সদস্য দেশগুলোর জন্য উন্মুক্ত অনানুষ্ঠানিক সভা ও ব্রিফিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ কমিটির ভূমিকা আরো জোরদার হয়েছে।

পরিচয়পত্র কমিটি

প্রত্যেক অধিবেশনে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত পরিচয়পত্র কমিটি প্রতিনিধিদের পরিচয় সম্পর্কে পরিষদে রিপোর্ট পেশ করে।

সাধারণ আলোচনা

সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ আলোচনা বুধবার, ২১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে শুক্রবার, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সদস্য দেশগুলো প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাদের অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে। ২০০৩ সালের মার্চের ৫৭/৩০১ সংখ্যক প্রস্তাব অনুসারে সচরাচর নয় কার্যদিবসের পরিবর্তে উপরোল্লিখিত উচ্চ পর্যায়ের অধিবেশন অনুষ্ঠান আয়োজনের সুবিধার্থে এ বছরের সাধারণ আলোচনা আট কার্যদিবস অনুষ্ঠিত হয়। বায়ান্নতম অধিবেশন থেকে শুরু হওয়া রেওয়াজ অনুসারে সাধারণ আলোচনা শুরু হওয়ার অনতিপূর্বে মহাসচিব তাঁর সংস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। ২০১১ সালের ২২ জুন সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর নবনির্বাচিত সভাপতি কাতারের মান্যবর মি. নাসির আবদুল আজিজ আল-নাসের প্রস্তাব অনুসারে ছিষট্টিতম অধিবেশনের সাধারণ আলোচনার প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতার ভূমিকা'। অধিবেশনের জন্য বিশ্বের উদ্বেগের মতো নির্দিষ্ট কোনো একটি বিষয় বেছে নেয়ার রেওয়াজ ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে। সাধারণ পরিষদ তখন বর্তমানের ১৯৩ সদস্যের সংস্থাটির কর্তৃত্ব ও ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে নবপ্রবর্তন চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় (২০০৩ সালের ডিসেম্বরের ৫৮/১২৬ সংখ্যক প্রস্তাব)।

সাধারণ আলোচনার সভাগুলো সচরাচর সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ডারবান ঘোষণা ও জরুরি কর্মসূচির (উপরে বর্ণিত) স্মারক সভা অনুষ্ঠানের সুবিধার্থে উল্লিখিত সময়সূচির ব্যতিক্রম করে উদ্বোধনী অধিবেশন বুধবার ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শেষ হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার ২২ সেপ্টেম্বরের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

বাকি অংশ : পৃষ্ঠা-৬

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সেমিনার

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১১

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসন যৌথভাবে ১৪ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ সার্কিট হাউস অডিটোরিয়ামে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবদুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাহমুদ হাসান।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বৃন্দাবন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহান আরা বেগম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তোফায়েল আহমেদ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক জহিরুল হক শাকিল, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান এবং হবিগঞ্জের এনডিসি কিসিঞ্জার চাকমা। পরে অংশগ্রহণকারীরা প্রশ্নোত্তরপর্বে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির ওপর নির্মিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

মাহমুদ হাসান, জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ

কাজী আলী রেজা, অধিকর্তা, জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

একজন ছাত্রী জাতিসংঘ বিষয়ে প্রশ্ন করছেন

'জাতিসংঘ সাক্ষরতা' ও 'তথ্য সাক্ষরতা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

১৫-১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১১

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্টাডিজ, বাংলাদেশ (সিসবি) যৌথভাবে ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জের পইল উচ্চ বিদ্যালয়ে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে আলোচনা ও 'তথ্য সাক্ষরতা' বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শামসুল হকের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাহমুদ হাসান। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমদুল হক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাফায়েত মাহমুদ চৌধুরী, পৌর মেয়র আলহাজ জি কে গাউস এবং জেলা শিক্ষা অফিসার রফিকুল ইসলাম। উক্ত কর্মশালায় রিসোর্স পারসনের দায়িত্ব পালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মেজবাহ-উল ইসলাম ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান এবং এতে তথ্য সহযোগী হিসেবে কাজ করেন মুহাম্মদ বুরহানউদ্দিন ও এ কে এম নূরুল আলম। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের সনদ ও উপহার প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করছেন জেলা প্রশাসক মাহমুদ হাসান

এমডিজি বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের অধিকর্তা, কাজী আলী রেজা

উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দ মাহমুদুল হক

পৌর মেয়র আলহাজ জি. কে. গাউস

ইউএনও শাফায়েত মাহমুদ চৌধুরী

তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

দারিদ্র্যবিরোধী ‘সোচ্চার হোন রুখে দাঁড়ান কর্মসূচি’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবসে ‘সোচ্চার হোন রুখে দাঁড়ান কর্মসূচি’ পালনে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইইউবি চট্টগ্রাম ও শেরপুর জেলায় দারিদ্র্যবিরোধী সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মধ্যে ছিল র‍্যালি, ভিডিও শো, আলোচনা সভা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. ডালেস চন্দ্র বর্মণ, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে

কাজী আলী রেজা, অধিকর্তা, ইউনিক, ঢাকা

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

পুরস্কার বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিবৃন্দের গ্রুপ ছবি

অংশগ্রহণকারীরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংহতি প্রকাশ করছেন

আইইউবি চট্টগ্রাম

আইইউবি চট্টগ্রামের ভিসি অধ্যাপক ড. হাসান ইশতিয়াক চৌধুরী (মাঝে)সহ অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে র‍্যালির একটি দৃশ্য

পৃষ্ঠা-৩-এর পর

ছয়টি প্রধান কমিটি

সাধারণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর পরিষদ তার এজেন্ডার বিষয়ভিত্তিক বিবেচনা শুরু করে। বিপুলসংখ্যক বিষয় বিবেচনা করতে হয় বলে (উদাহরণ হিসেবে পঁয়ষট্টিতম অধিবেশনে এজেন্ডার ১৬০টির বেশি বিষয় ছিল) পরিষদ ছয়টি প্রধান কমিটির মধ্যে তাদের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা অনুযায়ী বিষয়গুলো বণ্টন করে দেয়। এসব কমিটি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে এবং রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে। এরপর সচরাচর খসড়া সুপারিশ ও সিদ্ধান্তের আকারে পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বিবেচনা ও কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ পেশ করে।

ছয়টি প্রধান কমিটি হলো : নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কমিটি (প্রথম কমিটি) যা নিরস্ত্রীকরণ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো দেখে; অর্থনৈতিক ও আর্থিক কমিটি (দ্বিতীয় কমিটি) অর্থনৈতিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে; সামাজিক, মানবকল্যাণ ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটির (তৃতীয় কমিটি) আওতায় সামাজিক ও মানবকল্যাণের বিষয়গুলো থাকে; বিশেষ রাজনৈতিক ও উপনিবেশ বিলোপ কমিটি (চতুর্থ কমিটি) উপনিবেশ বিলোপ, নিকট প্রাচ্যে প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থা (ইউএনআরডব্লুএ) প্যালেস্টাইনি জনগণের মানবাধিকারসহ অন্য কোনো কমিটি বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আওতাবহির্ভূত রাজনৈতিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে; জাতিসংঘের প্রশাসন ও বাজেট সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখে প্রশাসনিক ও বাজেট বিষয়ক কমিটি (পঞ্চম কমিটি) এবং আন্তর্জাতিক আইনি বিষয়গুলো দেখে আইন বিষয়ক কমিটি (ষষ্ঠ কমিটি)। অবশ্য প্যালেস্টাইন ও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির মতো এজেন্ডার কিছু বিষয়ে পরিষদ তার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সাধারণ পরিষদের কার্যগ্রুপ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সাধারণ পরিষদের কাছে বিশদভাবে তুলে ধরা এবং কার্যব্যবস্থা গ্রহণার্থে সুপারিশ করার জন্য সাধারণ পরিষদকে বেগবান করা বিষয়ক অ্যাডহক কার্যগ্রুপের মতো কার্যগ্রুপ গঠনের ক্ষমতা অতীতে পরিষদকে দেয়া হয়েছে। এই গ্রুপ ছিষট্টিতম অধিবেশনে তার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

আঞ্চলিক গ্রুপ

আলাপ-আলোচনা এগিয়ে নেয়া এবং পদ্ধতিগত কাজ এগিয়ে নেয়ার সুবিধার্থে বিগত বছরগুলোতে সাধারণ পরিষদে বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রুপ গড়ে উঠেছে। এই গ্রুপগুলো হলো : আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলো, এশীয় রাষ্ট্রগুলো, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো, লাতিন আমেরিকান ও ক্যারিবীয় রাষ্ট্রগুলো; পশ্চিম ইউরোপীয় অন্যান্য রাষ্ট্র। সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদ এসব আঞ্চলিক গ্রুপ থেকে পালাক্রমে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। ছেষট্টিতম অধিবেশনের সভাপতি এশীয় রাষ্ট্রগুলোর গ্রুপের সুপারিশক্রমে নির্বাচিত হয়েছে।

বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি অধিবেশন

নিয়মিত অধিবেশন ছাড়াও পরিষদ বিশেষ ও জরুরি বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হতে পারে।

আজ পর্যন্ত পরিষদ বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের মতো বিষয়ে ২৮টি বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্যালেস্টাইন প্রশ্ন, জাতিসংঘের অর্থায়ন, নামিবিয়া, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জাতিবিদ্বেষ, মাদক, পরিবেশ, জনসংখ্যা, নারী, সামাজিক উন্নয়ন, মানব বসতি ও এইচআইভি/এইডস। ২০০৫ সালের ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত আটাশতম অধিবেশন নাৎসি বন্দিশিবির থেকে মুক্তির ষাটতম বার্ষিকী স্মরণে আয়োজিত হয়।

নিরাপত্তা পরিষদ যেসব ক্ষেত্রে অচলাবস্থায় উপনীত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত জরুরি বিশেষ অধিবেশনগুলো হলো : হাঙ্গেরি (১৯৫৬), সুয়েজ (১৯৫৬), মধ্যপ্রাচ্য (১৯৫৮ ও ১৯৬৭), কঙ্গো (১৯৬০), আফগানিস্তান (১৯৮০), প্যালেস্টাইন (১৯৮০ ও ৮২), নামিবিয়া (১৯৮১), অধিকৃত আরব ভূখণ্ড (১৯৮২) এবং অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও অধিকৃত প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডের অবশিষ্টাংশে ইসরাইলের অবৈধ কার্যকলাপ (১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯)। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে পরিষদ দশম জরুরি বিশেষ অধিবেশন সাময়িকভাবে মুলতবি করে সদস্য দেশগুলোর অনুরোধে পুনরায় অধিবেশন আহ্বানের জন্য পরিষদ সভাপতিকে ক্ষমতা প্রদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পরিষদের কাজ সম্পাদন

জাতিসংঘের কাজের মূল উৎস হচ্ছে প্রধানত সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো এবং সে কাজ এভাবে সম্পাদন করা হয়। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি এবং অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ, মহাশূন্য, শান্তিরক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ ও মানবাধিকারের মতো বিষয়ে গবেষণা চালানো ও রিপোর্ট প্রদান করা; জাতিসংঘ সচিবালয় দ্বারা অর্থাৎ জাতিসংঘ মহাসচিব ও তাঁর আন্তর্জাতিক কর্মচারীবৃন্দ দ্বারা।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ছিষট্টিতম অধিবেশনের সভাপতি মান্যবর মি. নাসির আবদুল আজিজ আল-নাসের

নাসির আবদুল আজিজ আল-নাসের ২০১১ সালের ২২ জুন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ছিষট্টিতম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রবীণ কূটনীতিক মি. নাসের প্রায় চার দশকের পেশাগত জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা, স্থিতিশীল উন্নয়ন ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে বহুপক্ষীয় এজেন্ডা এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন।

১৯৯৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত গত ১৩ বছর মি. আল-নাসের জাতিসংঘে কাতারের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। এ সময়ে তিনি সাধারণ পরিষদের বিশেষ রাজনৈতিক ও উপনিবেশ বিলোপ (চতুর্থ) কমিটির চেয়ারম্যান (২০০৯-২০১০) এবং সাধারণ পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা কমিটির সভাপতি (২০০৭ থেকে ২০০৯) হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘে ৭৭ জাতি ও চীন গ্রুপের চেয়ারম্যানের পদেও দায়িত্ব পালন করেন (২০০৪)। এই পদে দায়িত্ব পালনকালে তাঁর কার্য নির্দেশনা পরের বছর

কাতারে দোহায় গ্রুপের দ্বিতীয় দক্ষিণ-দক্ষিণ শীর্ষ সম্মেলনের পথ সুগম করে এবং উন্নয়ন ও মানবকল্যাণ বিষয়ক দক্ষিণ তহবিল প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। এই তহবিল দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো বিষয় মোকাবিলায় দক্ষিণের দেশগুলোকে সহায়তার উদ্দেশ্যে একটি অর্থায়ন ব্যবস্থা।

মি. আল-নাসের কাতারের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে দু'বছরের মেয়াদকালে (২০০৬ থেকে ২০০৭) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০০৬ সালে তিনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। পরিষদ এ সময়ে শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপক জটিল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার মধ্যে ছিল সন্ত্রাস মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সশস্ত্র সংঘাতের মধ্যে সাংবাদিকদের সুরক্ষা। তিনি পরিষদের তিনটি অধীন সংগঠনের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকালে মি. আল-নাসের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাতান্নতম অধিবেশনে (২০০২ থেকে ২০০৩) সহ-সভাপতি হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন এবং অসংখ্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সম্মেলন ও অন্যান্য ফোরামে তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। একই সময়ে তিনি আর্জেন্টিনা, বেলিজ, ব্রাজিল, কানাডা, কলম্বিয়া, কিউবা, নিকারাগুয়া, পানামা, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়েসহ আমেরিকার অনেক দেশে অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে মি. নাসের জর্ডনে তাঁর দেশের আবাসিক রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন (১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮)। তার আগে প্রথমে তাকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে কাতারের স্থায়ী দূতাবাসে মিনিস্টার প্লেনিপটেনশিয়ারি পদে নিয়োগ দেয়া হয় (১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩)।

মি. আল-নাসের কম বয়সে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন এবং ১৯৭২ সালে লেবাননের বৈরুতে কাতার দূতাবাসে অ্যাটাশে পদে নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে তাঁর দেশের দূতাবাসে তাঁকে পাঠানো হয় এবং সে বছরের শেষ দিকে তাঁকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে নিয়োগ দেয়া হয়। সেখানে ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে তিনি কাতাবের কনসাল জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন।

অগণিত পুরস্কার ও পদকে ভূষিত মি. আল-নাসেরকে ২০০৯ সালে নিউইয়র্কে পররাষ্ট্রনীতি সমিতির অনারারি ফেলো করা হয় এবং তিনি চীনের চোঙকিঙ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক বিষয়ে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। বহু দেশ তাঁকে তাদের জাতীয় পদক দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ডর্জনের হাশেমীয় সাম্রাজ্যের সরকারের স্বাধীনতা পদক (১৯৯৮); গ্র্যান্ড অফিসার, অর্ডার অব মেরিট (ইতালি ২০০৪), মেড্ল অব গ্র্যান্ড কমান্ডার অব দ্য অর্ডার অব ম্যাকারিয়ম (সাইপ্রাস, ২০০৭); ন্যাশনাল অর্ডার অব ডক্টর জোসে ম্যাটিয়াস ডেলগাডো (এলসালভাদর, ২০০৭) ও কমান্ডার অব দ্য ন্যাশনাল অর্ডার অব দ্য রিপাবলিক কোটে ডি আইভয়ের, ২০০৮)।

ব্যক্তিগত জীবনে মি. আল-নাসের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলাপ কেন্দ্রের উপদেষ্টামণ্ডলী।

দোহা ও বৈরুতে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি আরবি ও ইংরেজিতে পারদর্শী মি. নাসির ১৯৫৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দোহায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুনা নিহানিকে বিয়ে করেছেন এবং তাঁর এক ছেলে আবদুল আজিজ।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী দেশগুলোর তালিকা

অধিবেশন	সাল	দেশ
ছিষট্টিতম	২০১১	কাতার
পঁয়ষট্টিতম	২০১০	সুইজারল্যান্ড
চৌষট্টিতম	২০০৯	লিবীয় আরব জামাহিরিয়া
দশম জরুরি বিশেষ (পুনরায় আহূত)	২০০৯	নিকারাগুয়া
তিষট্টিতম	২০০৮	নিকারাগুয়া
বাষট্টিতম	২০০৭	সাবেক যুগোশ্লাভিয়া মেসিডনিয়া প্রজাতন্ত্র
দশম জরুরি বিশেষ (দু'বার পুনরায় আহূত)	২০০৬	বাহরাইন
একষট্টিতম	২০০৬	বাহরাইন
ষাটতম	২০০৫	সুইডেন
আটাশতম বিশেষ	২০০৫	গ্যাবন
ঊনষাটতম	২০০৪	গ্যাবন
দশম জরুরি বিশেষ (দু'বার পুনরায় আহূত)	২০০৩	সেন্ট লুসিয়া
আটান্নতম	২০০৩	সেন্ট লুসিয়া
সাতান্নতম	২০০২	চেক প্রজাতন্ত্র

অধিবেশন	সাল	দেশ
সাতাশতম	২০০২	কোরিয়া প্রজাতন্ত্র
দশম জরুরি বিশেষ (দু'বার পুনরায় আহূত)	২০০২	কোরিয়া প্রজাতন্ত্র
(পুনরায় আহূত)	২০০১	কোরিয়া প্রজাতন্ত্র
ছাপ্পান্নতম	২০০১	কোরিয়া প্রজাতন্ত্র
ছাব্বিশতম বিশেষ	২০০১	ফিনল্যান্ড
পঁচিশতম বিশেষ	২০০১	ফিনল্যান্ড
দশম জরুরি বিশেষ (পুনরায় আহূত)	২০০০	ফিনল্যান্ড
পঞ্চান্নতম	২০০০	ফিনল্যান্ড
চব্বিশতম বিশেষ	২০০০	নামিবিয়া
তেইশতম বিশেষ	২০০০	নামিবিয়া
বাইশতম বিশেষ	১৯৯৯	নামিবিয়া
চুয়ান্নতম	১৯৯৯	নামিবিয়া
একুশতম বিশেষ	১৯৯৯	উরুগুয়ে
দশম জরুরি বিশেষ (পুনরায় আহূত)	১৯৯৯	উরুগুয়ে
তিপ্পান্নতম	১৯৯৮	উরুগুয়ে

অধিবেশন	সাল	দেশ
বিশতম বিশেষ	১৯৯৮	ইউক্রেন
দশম জরুরি বিশেষ (পুনরায় আহূত)	১৯৯৮	ইউক্রেন
বায়ান্নতম	১৯৯৭	ইউক্রেন
দশম জরুরি বিশেষ (দু'বার পুনরায় আহূত)	১৯৯৭	মালয়েশিয়া
উনিশতম বিশেষ	১৯৯৭	মালয়েশিয়া
একান্নতম	১৯৯৬	মালয়েশিয়া
পঞ্চাশতম	১৯৯৫	পর্তুগাল
ঊনপঞ্চাশতম	১৯৯৪	কোটে ডি আইভয়ের
আটচল্লিশতম	১৯৯৩	গায়ানা
সাতচল্লিশতম	১৯৯২	বুলগেরিয়া
ছিচল্লিশতম	১৯৯১	সৌদি আরব
পঁয়তাল্লিশতম	১৯৯০	মাল্টা
অষ্টাদশ/বিশেষ	১৯৯০	নাইজেরিয়া
সপ্তদশ/ বিশেষ	১৯৯০	নাইজেরিয়া
ষোড়শ/বিশেষ	১৯৮৯	নাইজেরিয়া
চুয়াল্লিশতম	১৯৮৯	নাইজেরিয়া
তেতাল্লিশতম	১৯৮৮	আর্জেন্টিনা
পঞ্চদশ বিশেষ	১৯৮৮	জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
বিয়াল্লিশতম	১৯৮৭	জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
চতুর্দশ	১৯৮৬	বাংলাদেশ
একচল্লিশতম	১৯৮৬	বাংলাদেশ
ত্রয়োদশ/বিশেষ	১৯৮৬	স্পেন
চল্লিশতম	১৯৮৫	স্পেন
ঊনচল্লিশতম	১৯৮৪	জাম্বিয়া
আটত্রিশতম	১৯৮৩	পানামা
সাঁইত্রিশতম	১৯৮২	হাঙ্গেরি
দ্বাদশ বিশেষ	১৯৮২	ইরাক
সপ্তম জরুরি বিশেষ (পুনরায় আহূত)	১৯৮২	ইরাক
নবম জরুরি বিশেষ	১৯৮২	ইরাক
ছত্রিশতম	১৯৮১	ইরাক
অষ্টম জরুরি বিশেষ	১৯৮১	জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র
পঁয়ত্রিশতম	১৯৮০	জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র
একাদশ বিশেষ	১৯৮০	সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্র
সপ্তম জরুরি বিশেষ	১৯৮০	সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্র
ষষ্ঠ জরুরি বিশেষ	১৯৮০	সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্র
চৌত্রিশতম	১৯৭৯	সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্র
তেত্রিশতম	১৯৭৮	কলম্বিয়া
দশম বিশেষ	১৯৭৮	যুগোশ্লাভিয়া
নবম বিশেষ	১৯৭৮	যুগোশ্লাভিয়া
অষ্টম বিশেষ	১৯৭৮	যুগোশ্লাভিয়া
বত্রিশতম	১৯৭৭	যুগোশ্লাভিয়া

অধিবেশন	সাল	দেশ
একত্রিশতম	১৯৭৬	শ্রীলঙ্কা
ত্রিশতম	১৯৭৫	লুক্সেমবার্গ
সপ্তম বিশেষ	১৯৭৫	আলজিরিয়া
ঊনত্রিশতম	১৯৭৪	আলজিরিয়া
ষষ্ঠ বিশেষ	১৯৭৪	ইকুয়েডর
আটাশতম	১৯৭৩	ইকুয়েডর
সাতাশতম	১৯৭২	পোল্যান্ড
ছাব্বিশতম	১৯৭১	ইন্দোনেশিয়া
পঁচিশতম	১৯৭০	নরওয়ে
চব্বিশতম	১৯৬৯	লাইবেরিয়া
তেইশতম	১৯৬৮	ক্যাটালান গুয়াতেমালা
বাইশতম	১৯৬৭	রুমানিয়া
পঞ্চম জরুরি বিশেষ	১৯৬৭	আফগানিস্তান
পঞ্চম বিশেষ	১৯৬৭	আফগানিস্তান
একুশতম	১৯৬৬	আফগানিস্তান
বিশতম	১৯৬৪	ইতালি
উনিশতম	১৯৬৫	ঘানা
অষ্টাদশ	১৯৬৩	ভেনেজুয়েলা
চতুর্থ বিশেষ	১৯৬৩	পাকিস্তান
সপ্তদশ	১৯৬২	পাকিস্তান
ষোড়শ	১৯৬১	তিউনিশিয়া
তৃতীয় বিশেষ	১৯৬১	আয়ারল্যান্ড
পঞ্চদশ	১৯৬০	আয়ারল্যান্ড
চতুর্থ জরুরি বিশেষ	১৯৬০	পেরু
চতুর্দশ	১৯৫৯	পেরু
ত্রয়োদশ	১৯৫৮	লেবানন
তৃতীয় জরুরি বিশেষ	১৯৫৮	নিউজিল্যান্ড
দ্বাদশ	১৯৫৭	নিউজিল্যান্ড
একাদশ	১৯৫৬	থাইল্যান্ড
দ্বিতীয় জরুরি বিশেষ	১৯৫৬	চিলি
প্রথম জরুরি বিশেষ	১৯৫৬	চিলি
দশম	১৯৫৫	চিলি
নবম	১৯৫৪	নেদারল্যান্ড
অষ্টম	১৯৫৩	ভারত
সপ্তম	১৯৫২	কানাডা
ষষ্ঠ	১৯৫১	মেক্সিকো
পঞ্চম	১৯৫০	ইরান
চতুর্থ	১৯৪৯	ফিলিপাইন
তৃতীয়	১৯৪৮	অস্ট্রেলিয়া
দ্বিতীয় বিশেষ	১৯৪৮	আর্জেন্টিনা
দ্বিতীয়	১৯৪৭	ব্রাজিল
প্রথম বিশেষ	১৯৪৭	ব্রাজিল
প্রথম	১৯৪৬	বেলজিয়াম

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ফ্যাক্স : ৮১২৯০৪৭ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 811 86 00 Fax: 8129047 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org